বাংলাদেশ কি পরবর্তী আফগানস্তান?

তৃতীয় নয়ন

গত ১৬ অক্টোবর পত্রিকার পাতায় খবরটি দেখে চমকে উঠলাম। জিয়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের সামনের গোলচত্বরে বাউল শিল্পীর ভাস্কর্য তৌরীর কাজ কতিপয় আলেম-ওলামা, মাদ্রাসার ছাত্রদের হুমকির মুখে বন্ধ হয়ে গিয়েছে ! সিভিল এভিয়েশনের চেয়ারম্যান মহোদয়ও মোল্লাদের সাথে সুর মিলিয়ে বলেছেন "আমরাও মুসলমান। আমরাও চাই না হজ্জ্ব যাত্রীরা মূর্তি দেখে হজ্জ্বের উদ্দেশ্যে রওনা হন"! বাংলাদেশ কি তাহলে পরবর্তী আফগানস্তান হওয়ার পথে অগ্রসর হচ্ছে? আফগানস্তানে তালেবানরা বিশ্ব ঐতিহ্য বামিয়ানের বুদ্ধমূর্তি ধ্বংস করে দিয়েছিল। বাংলাদেশেও কি তার চেয়ে খুব ব্যতিক্রম কিছু ঘটছে? কিছু গজিয়ে উঠা আলেম ওলামাদের সরকার এত ভয় পায় কেন?? এই সরকারের নাকি "সেনাসমর্থিত সরকার"। এই সরকারের হাতে পুলিশ বাহিনী, RAB, সেনাবাহিনী। এত ক্ষমতা এই সরকারের । অথচ কিছু আলেম-ওলামা , মাদ্রাসা ছাত্রের ভয়ে সরকার যেভাবে ইঁদুরের গর্তে লুকিয়ে থাকলো তাতে মনে হচ্ছে যে এই সরকার "Backboneless". মাসকয়েক আগে নারী উন্নয়ন নীতি নিয়ে আমরা মৌলবাদিদের তান্ডবে সরকারের নির্লিপ্ততা প্রত্যক্ষ করেছি। সরকার জেনেশুনে এসব মৌলবাদিদের প্রশ্রয় দিচ্ছে । আজ মোল্লারা বাউলের মূর্তি টেনে নামাচ্ছে । কাল যে তারা শহীদ মিনার , স্মৃতিসৌধও ভেঙে ফেলার দাবি জানাবে না তার নিশ্চয়তা কি? এ আমরা কোন দেশে বাস করছি? হঠাৎ হঠাৎ মোল্লারা উদ্ভট এক একটা দাবি জানাবে আর আমরা সেটা মানতে বাধ্য থাকবো? কেন তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহন করা হচ্ছে না??

বাউল শিল্পী আমাদের আবহমান কালের অসাম্প্রদায়িক বাঙালী সংস্কৃতির অংশ। বাউলের গানে ধ্বনিত হয়েছে মানবতা ও অসাম্প্রদায়িকতার বাণী। বিমানবন্দরের সামনে বাউলের ভাস্কর্যটি থাকলে বিদেশীরা এসে আমাদের অসাম্প্রদায়িক সংস্কৃতির সাথে পরিচিত হতে পারতো। অথচ একশ্রেণীর

কুটিল, উগ্র, ধর্মান্ধ, সাম্প্রদায়িক লোকদের জন্য এটা সম্ভব হল না। দেশ কি তাহলে ঐ ধর্মান্ধদের হাতে চলে যাচ্ছে? ?